দ্রোহ

স্বাধীনতা নামে এক ভূত এসে আমাকে বলেছে
মাটি খুঁড়ে ঘড়া তোলো, মূর্তি তোলো
মোহরপেটিকা তোলো
পিছমোড়া করে বাঁধা শহীদকঙ্কাল তুলে আনো।

জীবন যাপন নামে কোনো এক প্রেত এসে আমাকে বলেছে
ভাত খাও ?
মানুষের স্বপ্ন খাও ?
ঘুঁটেকুড়ুনির চাপাকান্না খাও ?
রাজপুত্র, গণহত্যা কাকে বলে জানো?
ছোটো ছোটো ধর্ম শিকে গুঁজে, সামান্য পুড়িয়ে খেয়ে
দেখেছো কখনো ?

পৎ পৎ কোমর দোলায় শুধু জাতীয় পতাকা
আমাদের প্রতিটি চুমুতে ঝনাৎ ঝনাৎ ক'রে
শেকলের শব্দ বেজে ওঠে
আমাদের প্রতিটি ভাতের থালা আড়াআড়ি
জুড়ে থাকে রক্ত-লাগা শাদা চাদরের নিচে লাশ

এখানে শিশুরা শুধু ধর্ষিত হবার জন্য বাঁচে
এখানে ঘন্টারা বাজে সাঁজোয়া পীড়ন শু হলে
এখানে পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে হত্যা চলে রোজ
এখানে আধুলিবাবা, মুদ্রাদেব, উৎকোচ ঠাকুর ...

স্বাধীনতা নামে এক ভূত এসে আমাকে বলেছে,
'অশোকচক্রের কোনো মলদ্বার হয়টয় নাকি ?'
পনেরোই আগষ্টের দারোয়ান মিটিমিটি হেসে
আমাকে খোঁয়াড়ে পুরে দমবন্ধ করে রেখে গেছে

জীবনযাপন নামে প্রেত এসে খেয়ে গেছে আমার দু'হাত
মুঠো নেই, আঙুল লোপাট, তালু গায়েব হয়েছে
জিভের লালায় শুধু নিচু হামাগুড়ি দিয়ে
আগ্নেয়াস্ত্র আঁকি .....

অভীক মজুমদার